দৈনিক সংবাদ

JUN 1 1 20

তারিখ

ছাত্রাবহান কলেজ এবং ডোনেশন প্রথা

খবরে প্রকাশ, কোন ছাত্রছাত্রী ছাড়াই দেশের ১৬টি কলেজ 'চলছে'। আরও ৩৭টি কলেজ
উষ্ঠান রয়েছে যেখানে কোন ছাত্রছাত্রীই পাস করে না। এসব সাইনবোর্ড সর্বস্ব এবং 'উৎপাদ
লজ গোপনে নয়, সবাইকে জানিয়ে তাদের অস্তিত্ব জাহির করছে।

দেশের অন্যসব কলেজের মতোই এসব কলেজের শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে বেতনের স
শের টাকা পাচ্ছেন। অনুদানসহ সব রকমের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
য়া সব নিয়ম-কানুন অমান্য করে কি করে এসব কলেজে সরকারি টাকা পয়সা অব্যাহত আ
বিস্ময়কর বললে কম করে বলা হবে।

দেশে সকল কলেজের 'নিয়ন্ত্রক' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নাকি সম্প্রতি নামসর্বস্ব কলেজ চিহ্নিত ক
শিক্ষক, ভবন, সরকারি অনুদান, আসবাবপত্রসহ সবকিছু থাকলেও ছাত্রছাত্রী নেই। এগুলোকে ভুয়া
'ভার্চুয়াল' কলেজ বলা যাবে না। কলেজগুলো সশরীরে বর্তমান; কিন্তু যাদের কথা বলে কলেজ
সরকারি অনুমোদন নেয়া হয়েছিল শুধু তারা নেই। আমরা যতদূর জানি, দেশের প্রতিটি ক
হালহকিকত দেখার জন্য সরকারের তরফ থেকে পরিদর্শক ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা আছে। তা
ছাত্রছাত্রীবিহীন কলেজ 'চালু' থাকে কি করে! কেউ না কেউ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সরকারি
(এমপিওভুক্তি) ব্যবস্থা করেছে। এসব যাদের তদারকি করার কথা তাদের যোগসাজশেই হয়ত
হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিচ্ছে না
ছাত্রছাত্রীবিহীন কলেজ জিইয়ে রাখাটা বোধহয় ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে চলে গেছে।
মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি সেভাবেই দেখতে হবে।

দেশের ৩৭টি কলেজ থেকে কেউ পাস করে না। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মক
বলেছেন, কলেজ থাকবে অথচ কেউ পাস করবে না, এটা দুঃখজনক। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বি
ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি নাকি প্রক্রিয়াধীন। খুব খারাপ ফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বি
ব্যবস্থা নিতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একবার বিপাকে পড়েছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নি
বলেন, এসব কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের ক্ষমতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকলেও প্রথমে
সংশোধনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। আমাদের মতে, যেসব কলেজ থেকে কেউ পাস করে না,
একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'অন প্রোবেশন' রাখা যেতে পারে; কিন্তু কোন ছাত্রছাত্রী ছাড়াই জালি
আশ্রয় নিয়ে যে ১৬টি কলেজ 'চালু' রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে সেগুলোর অনুমোদন
রাখলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই অভিযুক্ত হবে।

কিছুদিন আগে খোদ রাজধানীতে একটি কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, কলেজটি ছাত্র
ভর্তি করতে উৎসাহী নয়। অনুমোদন বজায় রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে সরকারি অর্থ পা
নাকি ছিল সেই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষার্থীবিহীন কলেজগুলো এ ধরনের উ
নিয়েই 'চালু' রাখা হচ্ছে এবং ফলাফলবিহীন ৩৭টি কলেজের শিক্ষকদের পড়ানোর কোন উৎসাহ
এসব দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না।

রাজধানীর একটি কলেজের অধ্যক্ষ বলছেন যে, অপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিণতিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে দুইটি কলেজ চলে না সে
পাঁচটি কলেজ খুলে রাখা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেকেই 'ভিটা-মাটি বিক্রি করে' মোটা
ডোনেশন দিয়ে শিক্ষকের চাকরি নিয়েছেন।

ডোনেশনের দুর্নীতির জন্যই শিক্ষার্থীবিহীন বা 'ফলাফলবিহীন' কলেজ সৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যা
বোধহয় সন্দেহ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসব জানে না তা নয়। তাদের
আছে বলেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষা খাতের অর্থের অপচয় হচ্ছে।
আর কতদিন 'মানবিক কারণে' বরদাস্ত করা হবে? শুধু অধিক অর্থ বরাদ্দ করাই যথেষ্ট নয়, সেই